[২০১৮] ৩ এস. সি. আর. ৩৯১

ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন

বনাম

থমাস কুক (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ও আরেকজন

(২০১৫ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১৩৫৭৮)

১৭ই এপ্রিল, ২০১৮

[অরুন মিশ্র এবং নবীন সিংহ, বিচারপতিদ্বয়]

প্রতিযোগিতা আইন, ২০০২:

ধারা ৬ (২) এবং ৪৩ক--ধারা ৬(২)-এর বিধান অমান্য করার জন্য ধারা ৪৩ক-এর অধীনে জরিমানা আরোপ--এর বৈশিষ্ট্য--তিনটি বিবাদী কোম্পানি একীভূতকরণ/একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে--শেয়ার সাবস্ক্রিপশন চুক্তি (এসএসএ), শেয়ার ক্রয় চুক্তি (এস. পি. এ), ওপেন অফার এবং বাজার ক্রয়ও লেনদেনের অংশ ছিল--বিবাদীরা আপিলকারীকে ধারা ৬(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন--কমিশন কেবল 'ডিমার্জার' এবং 'অ্যামালগামেশন' সম্পর্কে অবহিত করছে, অন্যান্য লেনদেন নয়--তবে, ধারা ৫ এর অধীনে অব্যাহতি দাবি করার সময় অন্যান্য লেনদেন প্রকাশ করা হয়েছিল--ধারা ৬(২)-এর শর্তে অন্যান্য লেনদেনের বিষয়ে অবহিত না করার জন্য আপিলকারী-কমিশন ধারা ৪৩ক-এর অধীনে এক কোটি টাকার জরিমানা আরোপ করেছে--প্রতিযোগিতা আপিল ট্রাইব্যুনাল কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি দিয়েছে--আপীলে, স্থির হয়ঃ সমস্ত লেনদেন একই লেনদেনের অংশ ছিল--সমস্ত লেনদেন একে অপরের সাথে অন্তর্নিহিতভাবে সংযুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের একটি কার্যকর অংশ গঠন করে--২০১১ সালের ৯৪ নং প্রবিধানে ব্যবসায়িক লেনদেনের আন্তঃসংযুক্ত বা এই ধরনের লেনদেনের পরস্পর নির্ভরশীল পদক্ষেপের সম্ভাবনা স্বীকার করা হয়েছে--একটি যৌগিক সংমিশ্রণের লেনদেনের দুটি ভিন্ন ধাপ বিচ্ছিন্ন করার কারিগরি ব্যাখ্যা আইনের চেতনা এবং বিধানের বিরুদ্ধে হবে--কমিশনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার আগে কোনও যৌগিক সংমিশ্রণ দ্বারা সমাপ্তি সম্ভব করার জন্য প্রবিধান ৯(৪) ব্যাখ্যা করা যাবে না--চূড়ান্ত উদ্দেশ্যমূলক পরীক্ষাটি প্রয়োগ করেও, এটা স্পষ্ট যে বাজার ক্রয়গুলি সেই পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল যা প্রণয়ন করা হয়েছিল--৪৩ক ধারার অধীনে জরিমানা আরোপের জন্য মেনস রিয়া বা ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের কোনও অপরিহার্য উপাদান ছিল না--ফৌজদারি এবং আধা-ফৌজদারি দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে মেনস রিয়া গুরুত্ব বহন করে--ধারা ৪৩ক এর অধীনে দণ্ড দেওয়ানি বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের কারণে এবং কার্যধারা ফৌজদারি বা আধা-অপরাধমূলক নয়--কমিশন কর্তৃক ৪৩ক ধারার অধীনে জরিমানা আরোপ ন্যায্য এবং যথাযথ ছিল--

ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (সমন্বয় সম্পর্কিত ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১১--প্রবিধান ৯ (৪)।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

আদেশ: ১. একটি নির্দিষ্ট লেনদেন অথবা একাধিক লেনদেন ধারা ৫ এর অধীনে "সংযুক্তি"-এর সংজ্ঞার আওতায় পড়লে, সেটি প্রতিযোগিতা কমিশনকে ধারা ৬ অনুযায়ী জানানো বাধ্যতামূলক। ধারা ৬(১) অনুযায়ী, যেসব সংযুক্তি প্রতিযোগিতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে, সেগুলি নিষিদ্ধ এবং এমন সংযুক্তি অকার্যকর বলে গণ্য হবে। আইনের ধারা ৬(২) অনুযায়ী, সংযুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব সংক্রান্ত অনুমোদনের ৩০ দিনের মধ্যে, যেমন একত্রীকরণ বা অধিগ্রহণ বা চুক্তি স্বাক্ষরের পরে, আগাম বিজ্ঞপ্তি কমিশনে প্রদান করতে হয়। ধারা ৬(২) আরও স্পষ্ট করে যে, এই ধরণের সংযুক্তি কার্যকর হতে পারবে না যতক্ষণ না বিজ্ঞপ্তি প্রদানের ২১০ দিন অতিক্রান্ত হয় বা কমিশন ধারা ৩০(১) অনুযায়ী আদেশ প্রদান করে — এই দুইটির যেটি আগে ঘটে এবং একবার যদি বাধ্যতামূলক বিজ্ঞপ্তি ধারা ৬(২) অনুসারে প্রদান করা হয়, তাহলে কমিশনকে ধারা ২৯, ৩০ ও ৩১ অনুসারে সেই সংযুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে কিছু নির্দিষ্ট ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন: সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশী বিনিয়োগ সংস্থা, ব্যাংক বা পাবলিক ভেঞ্চার ফান্ড ইত্যাদি — যেগুলিকে ধারা ৬(৪) অনুসারে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

২) প্রতিযোগিতা আইন এবং ২০১১ সালের প্রতিযোগিতা কমিশন (সংযুক্তি সংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী) বিধিমালায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, একটি সংযুক্তি একাধিক লেনদেন নিয়ে গঠিত হতে পারে। বিধি ৯(৪) অনুযায়ী, পক্ষসমূহ চাইলে একটি যৌথ বিজ্ঞপ্তি বা পৃথকভাবে একাধিক বিজ্ঞপ্তি দিতে পারে সব লেনদেনের জন্য।

৩) বর্তমান ক্ষেত্রে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, ১৪.০২.২০১৪ তারিখে ধারা ৬(২) অনুসারে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে একত্রীকরণ ও একীভবনের বিষয়ে নোটিফাইযোগ্য লেনদেনগুলোর উল্লেখ ছিল। এছাড়াও উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত নোটিফাইযোগ্য লেনদেনের প্রেক্ষিতে আরও কিছু লেনদেনও পক্ষসমূহ বিবেচনায় নিয়েছিল — যেমন: ইক্যুইটি শেয়ার সাবস্ক্রিপশন, শেয়ার ক্রয় চুক্তি, উন্মুক্ত প্রস্তাব এবং বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়।

উপরে উল্লিখিত আবেদনের মাধ্যমেই এটি সুস্পষ্ট যে, এসব লেনদেন একই বৃহত্তর লেনদেনের অংশ ছিল এবং ১৪.০২.২০১৪ তারিখে বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়ের লেনদেন নোটিফাই করার আগেই, সেটি ১০.০২.২০১৪ থেকে ১২.০২.২০১৪ সালের মধ্যে কার্যকর করা হয়েছিল।এটি সুস্পষ্ট যে বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় একটি যৌথ সংযুক্ত লেনদেনের অংশ ছিল এবং কমিশনকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করার পূর্বেই সেটি কার্যকর করা হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে শেয়ার ক্রয় চুক্তিকে একটি উন্মুক্ত প্রস্তাব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পরিচালনা পর্ষদ একই দিনে বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করে। উপরোক্ত সকল লেনদেন পরস্পর নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ও একে অপরের উপর নির্ভরশীল, এবং একত্রে একটি কার্যকর ব্যবসায়িক লেনদেনের অংশ।

৪) যদিও পক্ষসমূহ তাদের লেনদেনকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালনা করার স্বাধীনতা রাখে, তবে প্রতিযোগিতার উপর প্রভাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে লেনদেনের প্রকৃত বিষয়বস্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ — তা একাধিক ধাপে সম্পন্ন হোক কিংবা একাধিক লেনদেন হিসেবে বিবেচিত হোক। আইন অনুসরণ এড়াতে লেনদেন এমনভাবে কাঠামোবদ্ধ করা যেতে পারে না। আইনের বিধান মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মূল্যায়ন করা যেতে পারে যে সংশ্লিষ্ট ধাপটি একটি স্বতন্ত্র লেনদেন ছিল, না তা সমগ্র লেনদেনের অংশ ছিল। মামলার প্রেক্ষাপটে এটি স্পষ্ট যে উত্তরদাতা নম্বর দুই যদি ওই সংযুক্ত লেনদেনের কোনো একটি অংশ না করত, তবে সে বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় করত না। অতএব, বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়ের লেনদেনকে কোনোভাবেই স্বাধীন বা পৃথক লেনদেন হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

৫) ২০১১ সালের বিধিমালার বিধি ৯(৪) স্পষ্টভাবে স্বীকার করে যে একটি ব্যবসায়িক লেনদেন একাধিক পরস্পর সংযুক্ত বা পরস্পর নির্ভরশীল ধাপে বিভক্ত থাকতে পারে। একটি সংযুক্ত লেনদেনের দুইটি ধাপকে কেবল প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পৃথক করা আইন ও এর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়ের লেনদেনটি স্বাধীন ছিল না এবং এটিকে পৃথকভাবে বিবেচনা করে কোনো ব্যতিক্রম প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। বিধি ৯(৪)-এর এমন ব্যাখ্যা করা যাবে না যার মাধ্যমে কমিশনকে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বেই একটি সংযুক্ত লেনদেন কার্যকর করা যায়। এটি আইন, বিশেষ করে ধারা ৫ ও ৬-এর মূল উদ্দেশ্য ও চেতনার পরিপন্থী হবে।

৬) যদি চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ভিত্তিক পরীক্ষা প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এটি পরিষ্কার যে বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় পূর্বনির্ধারিত স্কিমের আওতার মধ্যেই ছিল। অতএব, পরবর্তী আইনি পরিবর্তনও উত্তরদাতাদের পক্ষে সহায়ক হয়নি, কারণ মূল লেনদেনের প্রকৃতি বিবেচনায় তা তেমন প্রভাব ফেলেনি। বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় ছিল একই সংযুক্তি লেনদেনের একটি অংশ।

৭) এটি বলা সঠিক নয় যে, উত্তরদাতার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না বিধায় তার বিরুদ্ধে আর্থিক দণ্ড আরোপ করা যেত না। অপরাধমূলক বা আধা-অপরাধমূলক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে মানসিক অভিপ্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু ধারা ৪৩ক অনুসারে দণ্ড আরোপের জন্য লেনদেন অসৎ উদ্দেশ্যে ছিল কি না, তা গুরুত্বপূর্ণ নয় — যদি দেওয়ানি আইনের কোনও বিধান লঙ্ঘিত হয়, সেক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দণ্ড আরোপযোগ্য। এক্ষেত্রে আরোপিত দণ্ড ছিল আইনসম্মত এবং যথাযথ। ধারা ৪৩ক অনুযায়ী দণ্ড আরোপের জন্য 'ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা' বা 'অসৎ উদ্দেশ্য' আবশ্যক নয়। এই ধারা কোথাও বলে না যে ব্যর্থতা "ইচ্ছাকৃত বা অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ" হতে হবে দণ্ড আরোপের জন্য। বিধান লঙ্ঘনযোগ্য হলে সেটি শাস্তিযোগ্য এবং সেই লঙ্ঘনের প্রকৃতি অনুযায়ী দণ্ড আরোপ করা যেতে পারে। ধারা ৪৩ক এর অধীনে আরোপিত দণ্ড একটি দেওয়ানি বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করার ফল; এই কার্যক্রম অপরাধমূলক বা আধা-অপরাধমূলক নয়। সুতরাং দণ্ড আরোপ অনিবার্য। কেবলমাত্র দণ্ডের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশনের বিবেচনার সুযোগ রয়েছে।

৮) মামলার প্রেক্ষাপটে কমিশনের দ্বারা প্রদত্ত আদেশ ছিল যথাযথ এবং আইনসঙ্গত, অথচ ট্রাইবুনাল ভুল ভিত্তিতে সেটি বাতিল করেছে। তাই ট্রাইবুনালের আদেশকে আইনত বৈধ বলা যায় না। এই মামলায় যে স্বল্প পরিমাণ দণ্ড আরোপ করা হয়েছে, তা বাতিল করার কোন বৈধ কারণ নেই।

হিন্দুস্তান স্টিল লিমিটেড বনাম উড়িষ্যা রাজ্য এ. আই. আর ১৯৭০ এস. সি ২৫৩: [১৯৭০] ১ এস. সি. আর ৭৫৩-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলার প্রসঙ্গ

[১৯৭০] ১ এস. সি. আর. ৭৫৩ নির্ভর করেছে অনুচ্ছেদ ৩২

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৫ সালের ১৩৫৭৮ নং দেওয়ানি আপিল।

২০১৪ সালের আপিল নং ৪৮-এ আপিল ট্রাইব্যুনাল (কমপ্যাট)-এর ২৬.০৮.২০১৫ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সলমন খুরশিদ, প্রবীণ আইনজীবী, অর্জুন কৃষ্ণন, অঙ্কুর সিং, সুমিত শ্রীবাস্তব, অর্পিত শুক্লা, শ্রীমতি গীতাঞ্জলি কাপুর, সুশ্রী আলিশা পান্ডা, অভয় কুমার, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীগণ।

রামজি শ্রীনিবাসন, গোপাল সুব্রামানিয়াম, প্রবীণ আইনজীবী, সমীর গান্ধী, সুশ্রী রূপালী সিং, অক্ষত কুলশ্রেষ্ঠ, সুশ্রী অনুজা আগরওয়াল, সুশ্রী সিম্রান ভাট, রাহুল সত্যান, তুষার ভরদ্বাজ, নবীন হেগড়ে, মায়াঙ্ক পান্ডে, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীগণ।

আদালতের রায়টি প্রদান করেছেন

অরুণ মিশ্রা, বিচারপতি- ১) ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (সংক্ষেপে, "কমিশন") প্রতিযোগিতা আপিল ট্রাইব্যুনাল (সংক্ষেপে, "ট্রাইব্যুনাল") কর্তৃক গৃহীত আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে আপিল করেছে, প্রতিযোগিতা আইন, ২০০২-এর ধারা ৪৩ক-এর অধীনে প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক গৃহীত আদেশটি বাতিল করে (সংক্ষেপে, "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) যার মাধ্যমে আইনের ধারা ৬ (২)-এ অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি অমান্য করার ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের উপর এক কোটি টাকার জরিমানা আরোপ করা হয়েছিল।

২) থমাস কুক ইন্ডিয়া লিমিটেড (সংক্ষেপে, "টিসিআইএল") – উত্তরদাতা নং ১, থমাস কুক ইন্স্যুরেন্স সার্ভিসেস ইন্ডিয়া লিমিটেড (সংক্ষেপে, "টিসিআইএসআইএল") – উত্তরদাতা নং ২ এবং স্টার্লিং হলিডে অ্যান্ড রিসোর্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড (সংক্ষেপে, "এসএইচআরআইএল") – উত্তরদাতা নং ৩, উক্ত তিনটি কোম্পানি কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ অনুযায়ী নিবন্ধিত। টিসিআইএল ভ্রমণ এবং ভ্রমণ-সংক্রান্ত সেবায় নিয়োজিত। টিসিআইএসআইএল-ও ভ্রমণ ও ভ্রমণ-সংক্রান্ত সেবায় নিয়োজিত এবং এটি টিসিআইএলের একটি সহায়ক সংস্থা। এছাড়া এটি বাজাজ অ্যালিয়ান্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর একটি নিবন্ধিত কর্পোরেট এজেন্ট, যা বিদেশগামী পর্যটকদের বীমা বিক্রি ছাড়াও স্বাস্থ্যবীমা, মোটর বীমা, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদির ব্যবসায় জড়িত। এসএইচআরআইএল মূলত প্রিমিয়াম মানের হোটেল পরিষেবা, ছুটি মালিকানা সেবা (ভ্যাকেশন ওনারশিপ), এবং সাধারণ হোটেল সেবা যেমন কক্ষ ভাড়া, রেস্টুরেন্ট, ছুটির সময় বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি প্রদান করে থাকে। এছাড়া এটি কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের জন্য সভা, প্রণোদনা সফর, সম্মেলন এবং অন্যান্য ইভেন্টও আয়োজন করে। উল্লিখিত তিনটি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৭.২.২০১৪ তারিখে একটি বিভাজন/সংযুক্তিকরণ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প (যাকে সংক্ষেপে 'স্কিম' বলা হয়েছে) অনুমোদন করে। উক্ত স্কিমে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নির্ধারিত ছিলঃ

(ক) বিভাজন – অর্থাৎ, এসএইচআরআইএল-এর রিসোর্ট এবং টাইমশেয়ার ব্যবসা বিভাজনের মাধ্যমে এসএইচআরআইএল থেকে টিসিআইএসআইএল-এ স্থানান্তরিত হবে এবং এর বিনিময়ে টিসিআইএল এসএইচআরআইএল-এর শেয়ারহোল্ডারদেরকে স্কিমে নির্ধারিত অনুপাতে ইকুইটি শেয়ার জারি করবে।

(খ) একীভবন: এসএইচআরআইএল তার অবশিষ্ট ব্যবসা সহ টিসিআইএলে একীভূত করা হবে, এসএইচআরআইএলের শেয়ারহোল্ডারদের নিকট স্কিম অনুযায়ী অনুপাত অনুসারে ইকুইটি শেয়ার ইস্যু করার বিনিময়ে।

৩) উপরোক্ত লেনদেনগুলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, উত্তরদাতাগণ একই দিনে অর্থাৎ ০৭.০২.২০১৪ তারিখে একটি মার্জার সহযোগিতা চুক্তি (সংক্ষেপে, 'এমসিএ') করেছেন।

৪) একই দিনে অর্থাৎ ০৭.০২.২০১৪ তারিখে, উত্তরদাতাদের পরিচালনা পর্ষদের অন্য একটি সংকল্পের মাধ্যমে নিম্নলিখিত লেনদেনসমূহ অনুমোদিত ও সম্পাদিত হয় –

(i) শেয়ার সাবস্ক্রিপশন চুক্তি (এসএসএ): টিসিআইএসআইএল এসএইচআরআইএলের ২,০৬,৫০,০০০ শেয়ার প্রেফারেনশিয়াল বরাদ্দ অনুযায়ী সাবস্ক্রাইব করবে (যা এসএইচআরআইএলের পূর্ণরূপে ডাইলিউটেড ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ২২.৮৬%);

(ii) শেয়ার পারচেজ চুক্তি (এসপিএ): টিসিআইএসআইএল এসএইচআরআইএলের কিছু বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডার এবং প্রোমোটারদের কাছ থেকে পূর্ণরূপে ডাইলিউটেড ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ১৯.৯৪% অর্জন করবে।

(iii) টিসিআইএল এবং টিসিআইএসআইএলের ওপেন অফার: এসএইচআরআইএলের পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ২৬% ক্রয়ের জন্য, এসইবিআই (শেয়ার এবং টেকওভার এর প্রধাণ অধিগ্রহণ) বিধিমালা, ২০১১ অনুযায়ী।

৫) উপরোক্ত ছাড়াও, টিসিআইএসআইএল ৯০,২৬,৭৯৪ ইকুইটি শেয়ার এসএইচআরআইএল থেকে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে ক্রয় করেছে। এই ক্রয়সমূহ (যাকে 'মার্কেট পারচেজ' বলা হয়) পূর্ণরূপে ডাইলিউটেড ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ৯.৯৩% ছিল। মার্কেট পারচেজগুলি ১০.০২.২০১৪ থেকে ১২.০২.২০১৪ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়।

৬) ১৪.০২.২০১৪ তারিখে, উত্তরদাতাগণ ধারা ৬(২) অনুসারে আবেদনকারী – কমিশনকে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠায়, যার মাধ্যমে শুধুমাত্র 'ডিমার্জার' এবং 'একীভবন' জানানো হয়। অন্যান্য লেনদেনসমূহ ধারা ৫ থেকে অব্যাহতি দাবি করে প্রকাশ করা হয়।

৭) ২০.০২.২০১৪ তারিখে, কমিশন উত্তরদাতাগণকে তাদের আবেদন থেকে কিছু ত্রুটি দূর করার এবং আরও তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করে, বিশেষ করে জানার জন্য যে, বিজ্ঞপ্তিপ্রাপ্ত এবং বিজ্ঞপ্তিহীন লেনদেনগুলি কি পরস্পর সম্পর্কিত।

৮) ০৫.০৩.২০১৪ তারিখে, কমিশন ধারা ৩১(১) অনুসারে একটি অনুমোদন আদেশ প্রদান করে। তবে, এটি পর্যবেক্ষণ করে যে একই আদেশ ধারা ৪৩(ক) অনুসারে পৃথক কার্যবিধিতে জরিমানা আরোপের জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপকে প্রভাবিত করবে না।

৯) ১০.০৩.২০১৪ তারিখে, কমিশন একটি শো কারন বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যাতে উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করা হয় কেন তাদেরকে ধারা ৪৩(ক) অনুসারে জরিমানা করা উচিৎ নয়, কারণ তারা ধারা ৬(২) অনুসারে 'মার্কেট পারচেজ' বিজ্ঞপ্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

১০) ২৫.০৩.২০১৪ তারিখে, উত্তরদাতাগণ শো কারন বিজ্ঞপ্তিের জবাব দায়ের করে। উত্তরদাতাদের শুনানির পর, ২১.০৫.২০১৪ তারিখে কমিশন ধারা ৪৩(ক) অনুসারে এক কোটি টাকা জরিমানা আরোপ করে। এর বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হয়। ট্রাইব্যুনাল ধারা ৫৩খ অনুসারে দায়ের করা আপিল গ্রহণ করে এবং কমিশনের আদেশ বাতিল করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে, কমিশন ধারা ৫৩খ অনুসারে আপিল দায়ের করেছে।

১১) আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী দাবি করেন যে, ০৭.০২.২০১৪ তারিখে তিনটি উত্তরদাতা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ডিমার্জার/একীভবন, শেয়ার সাবস্ক্রিপশন চুক্তি (এসএসএ), শেয়ার পারচেজ চুক্তি (এসপিএ), টিসিআইএল ও টিসিআইএসআইএলের পক্ষ থেকে এসএইচআরআইএলের পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে ২৬% ইকুইটি শেয়ার মূলধন ক্রয় এবং মার্কেট পারচেজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। টিসিআইএসআইএল ১০.০২.২০১৪ থেকে ১২.০২.২০১৪ পর্যন্ত বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এসএইচআরআইএলের ৯০,২৬,৭৯৪ ইকুইটি শেয়ার ক্রয় করেছে। এই মার্কেট পারচেজগুলি এসএইচআরআইএলের পূর্ণরূপে ডাইলিউটেড ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ৯.৯৩% ছিল। উপরোক্ত লেনদেনগুলির মধ্যে, উত্তরদাতারা ধারা ৬(২) অনুসারে শুধুমাত্র 'ডিমার্জার' এবং 'একীভবন' বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছে। শেয়ার সাবস্ক্রিপশন চুক্তি (এসএসএ), শেয়ার পারচেজ চুক্তি (এসপিএ), ওপেন অফার এবং মার্কেট পারচেজ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়নি এবং এস.ও. ৪৮২ (ই), ০৪.০৩.২০১১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির আওতায় অব্যাহতি দাবি করা হয়েছে, কারণ যেই কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ এসএইচআরআইএলের টার্নওভার ৭৫০/- কোটি টাকা অতিক্রম করেনি, অন্য লেনদেনগুলি তখনো প্রস্তাব/চুক্তির পর্যায়ে ছিল। লেনদেন ৬ (মার্কেট পারচেজ) ইতোমধ্যে ধারা ৬(২) অনুসারে ১৪.০২.২০১৪ তারিখে বিজ্ঞপ্তি দাখিলের আগে সম্পন্ন হয়েছে। অতএব, কমিশন সঠিকভাবে এই মত নিয়েছে যে উপরোক্ত সমস্ত লেনদেন পরস্পর সংযুক্ত বা একই চূড়ান্ত প্রভাবের পদক্ষেপ হওয়ায় একক যৌগিক সংমিশ্রণের অংশ ছিল, তাই ওই সংমিশ্রণের অংশ বিশেষ, বিশেষত মার্কেট পারচেজের সমাপ্তি, বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া আইন লঙ্ঘন।

সুতরাং, ধারা ৪৩(ক) অনুসারে এক কোটি টাকার জরিমানা কমিশনের দ্বারা সঠিকভাবে আরোপিত হয়েছে।

১২) আরও বলা হয়েছিল যে, ট্রাইব্যুনাল ভুল করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে উক্ত লেনদেনগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয়। ট্রাইব্যুনাল আরও ভুল করেছে যে মার্কেট পারচেজগুলি অব্যাহতি বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ এস.ও. ৪৮২ (ই) এর আওতায় পড়ে। ট্রাইব্যুনাল গুরুতর ভুল করেছে কারণ এটি সঠিকভাবে সংমিশ্রণের বিষয়টি চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংমিশ্রণটি স্পষ্টত একটি যৌগিক সংমিশ্রণ ছিল, যা সম্পূর্ণ লেনদেন/পদক্ষেপের সিরিজ নিয়ে গঠিত ছিল, একক লেনদেনের ভিত্তিতে নয়।জরিমানা সঠিকভাবে আরোপিত হয়েছে কারণ উত্তরদাতারা পুরো সংমিশ্রণটি বিজ্ঞপ্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং শুধুমাত্র এর একটি অংশ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রক তদারকি এড়িয়েছে। যদিও মার্কেট পারচেজ আলাদা করে বিবেচনা করলে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে, পুরো যৌগিক সংমিশ্রণ কখনোই অব্যাহতি পাওয়া যায় না, কারণ সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ ধারা ৬(২) অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। লঙ্ঘনগুলি কেবল প্রযুক্তিগত ছিল না, অতএব ট্রাইব্যুনালের আদেশ বাতিল হওয়া উচিত।

১৩) অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, ধারা ৫ অনুযায়ী সংমিশ্রণের সংজ্ঞা বিশেষত সম্পদ ও টার্নওভার সীমা নির্ধারণ করে, যা নিশ্চিত করে যে, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আকারের ঊর্ধ্বে উদ্যোগ বা উদ্যোগের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে লেনদেনসমূহ কমিশনের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়, কারণ এসব লেনদেন বাজারে পরিমাপযোগ্য প্রভাব বা প্রাসঙ্গিক বাজারে আদর্শগত উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব (এএইসি) সৃষ্টি করার সম্ভাবনা থাকে, তাই কমিশন এগুলোকে পূর্বনিরোধ এবং সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে। তদ্ব্যতীত, একটি লক্ষ্যভিত্তিক অব্যাহতি কিছু লেনদেনকে ধারা ৫ অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত 'সংমিশ্রণ' এর আওতায় পড়া থেকে মুক্তি দেয়।কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি এস.ও. ৪৮২ (ই) ০৪.০৩.২০১১ অনুযায়ী, কিছু লেনদেন ('অধিগ্রহণ' প্রকৃতির) কমিশনের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত। যদি লক্ষ্য উদ্যোগের সম্পদ বা টার্নওভার নির্দিষ্ট ডি মিনিমিস সীমা অতিক্রম না করে, তাহলে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক অব্যাহতির আওতায় থাকা লেনদেনগুলো ধারা ৫ অনুসারে 'সংমিশ্রণ' এর আওতায় পড়ে না।অতএব, শেয়ার সাবস্ক্রিপশন চুক্তি (এসএসএ), শেয়ার পারচেজ চুক্তি (এসপিএ) এবং ওপেন অফার শেয়ারের 'অধিগ্রহণ' হওয়ার কারণে লক্ষ্যভিত্তিক অব্যাহতির আওতায় পড়ে, যেহেতু স্বীকার্যভাবে এসএইচআরআইএলের টার্নওভার ডি মিনিমিস সীমার নিচে ছিল।

এছাড়াও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে টিসিআইএসআইএল কর্তৃক স্টক এক্সচেঞ্জে ৯.৯৪% মার্কেট পারচেজ মূল মার্জার স্কিমের ওপর নির্ভরশীল নয়। শুধুমাত্র একই সময়ে পরিকল্পিত হওয়ার কারণে সমস্ত লেনদেনকে "পরস্পর নির্ভরশীল" ধরা যাবে না। উক্ত 'মার্কেট পারচেজ' মার্জার স্কিম বা ০৭.০২.২০১৪ তারিখে ৭ নম্বর উত্তরদাতার যৌথ প্রেস রিলিজে কোনোরূপ উল্লেখ নেই। আংশিক ইকুইটি, আংশিক মার্জার ডিল বলতে বোঝানো হয় মার্জার স্কিম এবং শেয়ার সাবস্ক্রিপশন চুক্তি, শেয়ার পারচেজ চুক্তি ও ওপেন অফারের মাধ্যমে শেয়ার অধিগ্রহণ, যা মার্কেট পারচেজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র অধিগ্রহণ। কমিশন 'ভেদান্তা অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড' মামলায় রায় দেয় যে, একাধিক পরস্পর সম্পর্কিত ও পরস্পর নির্ভরশীল লেনদেনসমূহকে যৌগিক সামগ্রিক হিসেবে বিবেচনা করা হবে যদি "চূড়ান্ত উদ্দেশ্য" শুধুমাত্র সকল লেনদেন সফলভাবে সম্পন্ন হলে অর্জিত হয়। বর্তমান মামলায় মার্কেট পারচেজ এই মূল তত্ত্ব পূরণ করে না কারণ মার্জার স্কিম কোনোরূপে মার্কেট পারচেজের ওপর নির্ভরশীল ছিল না এবং মার্কেট পারচেজ নির্বিশেষে এটি বাস্তবায়িত হতো।

প্রবীণ আইনজীবী আরও উল্লেখ করেছেন যে, শো কারন বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পর কিন্তু জরিমানা আদেশের পূর্বে, ২৮ মার্চ ২০১৪ থেকে আইন পরিবর্তন হয়েছে, কমিশন কম্বিনেশন প্রবিধানস-এ নতুন বিধান যুক্ত করেছে। প্রবিধান ৯(৫) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজন লেনদেনের সারমর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং যেকোনো সংমিশ্রণ বা তার অংশ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি এড়ানোর জন্য গঠিত লেনদেনের কাঠামো উপেক্ষা করা হবে। তাই, কমিশনের দায়িত্ব ছিল লেনদেনের সারমর্ম পরীক্ষা করা।

১৪) সর্বশেষে, যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে কোন দূষিত উদ্দেশ্য (ম্যালাফাইড) ছিল না। ১৪.০২.২০১৪ তারিখে কমিশনে দাখিলকৃত বিজ্ঞপ্তিতে 'অব্যাহতি প্রাপ্ত লেনদেন' শিরোনামে মার্কেট পারচেজ সম্পর্কে তথ্য ছিল, কারণ লক্ষ্যভিত্তিক অব্যাহতি মার্কেট পারচেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই, মার্কেট পারচেজকে নির্দিষ্টভাবে 'বিজ্ঞপ্তিযোগ্য লেনদেন' হিসেবে চিহ্নিত না করায় উত্তরদাতাদের জরিমানা আরোপ কেবল একটি প্রযুক্তিগত বিষয়।

উত্তরদাতা বিশ্বাস করেছিল যে মার্কেট পারচেজগুলি সম্পূর্ণ আলাদা এবং তদুপরি, অব্যাহতি প্রাপ্ত। এছাড়াও, কমিশন কর্তৃক ২১.০৫.২০১৪ তারিখে আরোপিত জরিমানা আদেশে বা ০৬.০৫.২০১৪ তারিখে কমিশনের অনুমোদন আদেশে মার্কেট পারচেজের ক্ষেত্রে কোন দূষিত উদ্দেশ্য (ম্যালাফাইড) উল্লেখ করা হয়নি এবং সেখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে মার্কেট পারচেজ বাজারে প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব ফেলবে না, সুতরাং কমিশন জরিমানা আরোপ করা উচিত ছিল না। ট্রাইব্যুনাল সঠিকভাবে আদেশ বাতিল করেছে।

১৫) উত্তরদাতাদের যুক্তি বিবেচনা করার আগে, আইনগত কাঠামো লক্ষ করা জরুরি। আইন ধারা ৫ সংমিশ্রণের সংজ্ঞা প্রদান করে। ধারা ৫ নিচে উল্লেখ করা হলো:

"৫) এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক এক বা একাধিক উদ্যোগের অধিগ্রহণ বা উদ্যোগের মার্জার বা সংমিশ্রণ ঐ উদ্যোগ ও ব্যক্তিদের সংমিশ্রণ বলে গণ্য হবে, যদি—

(ক) কোনো অধিগ্রহণ যেখানে—

(i) অধিগ্রহণকারী ও যেই উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ, শেয়ার, ভোটাধিকার বা সম্পদ অধিগ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে, তারা যৌথভাবে,—

(ক) ভারতীয় ক্ষেত্রে, এক হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যমানের সম্পদ বা তিন হাজার কোটি টাকার বেশি টার্নওভার রাখে; অথবা

(খ) [ভারত অথবা ভারতের বাইরে মোট মিলিয়ে, পাঁচশ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি মূল্যমানের সম্পদ থাকে, যার অন্তত পাঁচশ কোটি টাকা ভারতীয় ক্ষেত্রে এবং পনেরশ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি টার্নওভার থাকে, যার অন্তত পনেরশ কোটি টাকা ভারতীয় ক্ষেত্রে; অথবা]

(ii) যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ, শেয়ার, সম্পদ বা ভোটাধিকার অধিগ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে, অধিগ্রহণের পরে যৌথভাবে,—

(ক) ভারতীয় ক্ষেত্রে চার হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যমানের সম্পদ বা বার হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন রাখে; অথবা"

(খ) [ভারত বা ভারতের বাইরে সম্মিলিতভাবে, দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি মূল্যমানের সম্পদ থাকে, যার অন্তত পাঁচশো কোটি টাকা সম্পদ ভারতের মধ্যে থাকে; অথবা ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি টার্নওভার থাকে, যার অন্তত পনেরশো কোটি টাকা ভারতের মধ্যে হয়; অথবা]

(খ) এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণ, যার ইতিমধ্যে অন্য একটি উদ্যোগের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, এবং উভয় উদ্যোগ একই ধরনের বা সমজাতীয় বা প্রতিস্থাপনযোগ্য পণ্য উৎপাদন, পরিবেশন বা বিপণন করে বা একই ধরনের বা সমজাতীয় বা প্রতিস্থাপনযোগ্য পরিষেবা প্রদান করে, যদি—

(i) যেই উদ্যোগের উপর নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণ করা হয়েছে, সেই উদ্যোগ এবং অধিগ্রহণকারীর পূর্ব থেকে নিয়ন্ত্রিত উদ্যোগ যৌথভাবে—

(ক) ভারতে এক হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পদের মূল্যমান বা তিন হাজার কোটি টাকার বেশি টার্নওভার রাখে; অথবা

(খ) [ভারত বা ভারতের বাইরে সম্মিলিতভাবে, পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি মূল্যমানের সম্পদ থাকে, যার অন্তত পাঁচশো কোটি টাকা ভারতের মধ্যে থাকে; অথবা পনেরশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি টার্নওভার থাকে, যার অন্তত পনেরশো কোটি টাকা ভারতের মধ্যে হয়; অথবা]

(ii) যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবে উক্ত উদ্যোগ যার নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে, সেই গোষ্ঠী অধিগ্রহণের পর যৌথভাবে—

(ক) ভারতে চার হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পদের মূল্যমান বা বারো হাজার কোটি টাকার বেশি টার্নওভার রাখে; অথবা

(খ) [ভারত বা ভারতের বাইরে সম্মিলিতভাবে, দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি সম্পদের মূল্যমান, যার অন্তত পাঁচশো কোটি টাকা ভারতের মধ্যে থাকে; অথবা ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি টার্নওভার, যার অন্তত পনেরশো কোটি টাকা ভারতের মধ্যে হয়; অথবা]

(গ) যেকোনো মার্জার বা সংমিশ্রন যেখানে—

(i) মার্জারের পরে অবশিষ্ট থাকা উদ্যোগ বা সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট উদ্যোগ, যেটাই প্রযোজ্য হয়, তারা—

(ক) হয় ভারতে, এক হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পদের মূল্যমান অথবা তিন হাজার কোটি টাকার বেশি টার্নওভার; অথবা

(খ) [ভারত বা ভারতের বাইরে সম্মিলিতভাবে, পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি সম্পদের মূল্যমান, যার মধ্যে অন্তত পাঁচশো কোটি টাকা ভারতের মধ্যে অবস্থিত; অথবা পনেরশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি টার্নওভার, যার মধ্যে অন্তত পনেরশো কোটি টাকা ভারতের মধ্যে হয়; অথবা]

(ii) গোষ্ঠীটি, যার অন্তর্গত হবে মার্জারের পরে অবশিষ্ট থাকা উদ্যোগ বা সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট উদ্যোগ, মার্জার বা সংমিশ্রণের পর তারা রাখবে বা রাখবে—

(ক) ভারতে চার হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পদের মূল্যমান অথবা বারো হাজার কোটি টাকার বেশি টার্নওভার; অথবা

(খ) [ভারত বা ভারতের বাইরে সম্মিলিতভাবে, দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি সম্পদের মূল্যমান, যার মধ্যে অন্তত পাঁচশো কোটি টাকা ভারতের মধ্যে অবস্থিত; অথবা ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি টার্নওভার, যার মধ্যে অন্তত পনেরশো কোটি টাকা ভারতের মধ্যে হয়।]

১৬. ধারা ৫(ক) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি বা উদ্যোগ অন্য কোনো ব্যক্তি বা উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ, শেয়ার, ভোটাধিকার বা সম্পদ অধিগ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট সম্পদমূল্য বা টার্নওভারের সীমা পূরণ করে (ভারতের মধ্যে বা বাইরের), তাহলে সেটি একটি "**কম্বিনেশন**" (সংযুক্তি) গঠন করে।

১৭. ধারা ৫(খ) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি এমন একটি উদ্যোগের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে, যার আগে থেকেই সে অন্য একটি উদ্যোগের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ রাখে, এবং উভয় উদ্যোগ একই ধরনের বা প্রতিস্থাপনযোগ্য পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন বা সরবরাহে যুক্ত থাকে, তবে নির্ধারিত সম্পদ বা টার্নওভারের সীমা পূরণ হলে সেটিও একটি কম্বিনেশন হিসেবে গণ্য হয়।

১৮. ধারা ৫(গ) অনুযায়ী, মার্জার ও অ্যামালগ্যামেশন ও কম্বিনেশনের আওতায় পড়ে। মার্জার বা সংমিশ্রণের পরে অবশিষ্ট থাকা উদ্যোগটি যদি নির্ধারিত ন্যূনতম সম্পদ বা টার্নওভারের সীমা পূরণ করে, তবে সেটি ধারা ৫(গ)-এর অন্তর্গত হয়।

১৯. কোনো নির্দিষ্ট লেনদেন বা একাধিক ধারাবাহিক লেনদেন যদি কম্বিনেশনের পরিভাষার আওতায় পড়ে, তবে ধারা ৬ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কমিশনের নিকট তা অবহিত করা বাধ্যতামূলক।

ধারা ৬(১) এমন সংযুক্তিকরণ নিষিদ্ধ করে যা প্রতিযোগিতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে এবং এইরূপ সংযুক্তিকরণ বাতিল বলে গণ্য হবে। আইনের ধারা ৬(২) অনুসারে সংযুক্তিকরণে প্রবেশের প্রস্তাবের বিষয়ে পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে এবং সেই বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে একত্রীকরণ বা একীকরণের প্রস্তাব অনুমোদনের, বা কোনো চুক্তি বা অন্যান্য দলিল সম্পাদনের, অথবা ধারা ৫(ক)-তে উল্লেখিত অধিগ্রহণের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে। ধারা ৬(২) স্পষ্ট করে যে, ধারা ৬(২) অনুযায়ী কমিশনে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে এমন তারিখ থেকে দু'শত দশ (২১০) দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং কমিশন ধারা ৩০(১)-এর অধীনে আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সংযুক্তিকরণ কার্যকর হবে না। এবং একবার বাধ্যতামূলক বিজ্ঞপ্তি ধারা ৬(২)-এর অধীনে দেওয়া হলে, কমিশনকে তা ধারা ২৯, ৩০ ও ৩১-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে। ধারা ৬(৪) অনুসারে জন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক বা জন ভেঞ্চার তহবিল ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম নির্ধারিত হয়েছে।

২০) ০৪.০৩.২০১১ তারিখে, ভারত সরকার ধারা ৫৪(ক)-এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিজ্ঞপ্তি নং এস.ও. ৪৮২ (ই) জারি করে, যেটি সাধারণভাবে লক্ষ্য-ভিত্তিক ছাড় নামে পরিচিত, যা নিম্নরূপ:

"প্রতিযোগিতা আইন, ২০০২ (২০০৩ সালের ১২ নম্বর আইন)-এর ধারা ৫৪-র প্রকরণ (ক) অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কেন্দ্র সরকার জনস্বার্থে ভারতের ভিতরে যার নিয়ন্ত্রণ, শেয়ার, ভোটাধিকার বা সম্পদ অধিগ্রহণ করা হচ্ছে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান, যার সম্পদের মূল্য দুই শত পঞ্চাশ (২৫০) কোটি টাকার বেশি নয় বা যার বার্ষিক টার্নওভার সাত শত পঞ্চাশ (৭৫০) কোটি টাকার বেশি নয়, সেই প্রতিষ্ঠানকে উক্ত আইনের ধারা ৫-এর বিধান থেকে পাঁচ (৫) বছরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করছে।"

২১) আইনের ধারা ৬৪-তে কমিশনকে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ৬৪(৩) অনুসারে, এই প্রবিধানগুলি সংসদের দুই কক্ষে পেশ করতে হবে। ১১.০৫.২০১১ তারিখে কমিশন "ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশন (সংযুক্তিকরণ সম্পর্কিত ব্যবসা লেনদেন পরিচালনার পদ্ধতি) প্রবিধান, ২০১১" (সংক্ষেপে, "প্রবিধান, ২০১১") প্রণয়ন করে। প্রবিধান ৯(৪), সংশ্লিষ্ট সময়ে যেভাবে ছিল, তা নিম্নরূপ:

"৯(৪) যখন একটি ব্যবসায়িক লেনদেনের চূড়ান্ত প্রত্যাশিত প্রভাব একাধিক ধাপ বা ছোট ছোট পৃথক লেনদেনের মাধ্যমে অর্জিত হয়, যেগুলি একে অপরের উপর আন্তঃসংযুক্ত বা আন্তঃনির্ভরশীল এবং যার এক বা একাধিক ধাপ সংযুক্তিকরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ একক বিজ্ঞপ্তি দাখিল করতে পারে, যা এই সকল লেনদেনকে অন্তর্ভুক্ত করবে।"

২২) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আইন ও প্রবিধান, ২০১১ স্পষ্টভাবে অনুমান করে যে, একটি সংযুক্তিকরণ একাধিক লেনদেনের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। প্রবিধান, ২০১১-এর প্রবিধান ৯(৪)-এর অধীনে, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের কাছে সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে একক বিজ্ঞপ্তি বা একাধিক বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার বিকল্প রয়েছে। ৩০.০৫.২০১১ তারিখে, আইনের ধারা ৫ ও ৬ কার্যকর করা হয়।

২৩) এটি সুস্পষ্ট যে, প্রতিকৃত তিনটি উত্তরদাতা কোম্পানির মধ্যে এস.এইচ.আর.আই.এল.-এর টাইম-শেয়ার ভিত্তিতে রিসোর্টের ডি-মার্জার সংঘটিত হয়। এস.এইচ.আর.আই.এল.-এর শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে প্রকল্প অনুযায়ী নির্ধারিত অনুপাতে টিসিআইএল-এর ইকুইটি শেয়ার জারি করার প্রেক্ষিতে সেটি টিসিআইএসআইএল-এ হস্তান্তর করা হয়। এস.এইচ.আর.আই.এল.-এর অবশিষ্ট ব্যবসার টিসিআইএল-এর সঙ্গে একত্রীকরণ হয়। এরপর শেয়ার হস্তান্তর চুক্তি সম্পাদিত হয়। টিসিআইএসআইএল ২,০৬,৫০,০০০ (দুই কোটি ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে এস.এইচ.আর.আই.এল-এর প্রেফারেনশিয়াল বরাদ্দের মাধ্যমে, যা ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ২২.৮৬ শতাংশ।

২৪) টিসিআইএসআইএল এস.এইচ.আর.আই.এল.-এর ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ১৯.৯৪ শতাংশ অধিগ্রহণ করার কথা ছিল। টিসিআইএল এবং টিসিআইএসআইএল-এর পক্ষ থেকে এস.ই.বি.আই.-এর প্রবিধান এবং বাজারের মাধ্যমে এস.এইচ.আর.আই.এল.-এর জনসাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের থেকে ২৬ শতাংশ ইকুইটি শেয়ার মূলধন ক্রয়ের উদ্দেশ্যে 'ওপেন অফার' দেওয়া হয়। টিসিআইএসআইএল বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ৯০,২৬,৭৯৪ (নব্বই লক্ষ ছয় হাজার সাতশো চুরানব্বই) ইকুইটি শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে, যা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত মূলধনের ভিত্তিতে ৯.৯৩ শতাংশ, এস.এইচ.আর.আই.এল-এর শেয়ার অধিগ্রহণ করে। সার্বজনীনভাবে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়ে একটি জনবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়:

"স্টারলিং হলিডে রিসর্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

থমাস কুক (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং স্টারলিং হলিডে রিসর্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড একত্রীকরণের ঘোষণা করছে

এই একত্রীকরণ মূলত সমন্বয় সৃষ্টির উপর কেন্দ্রীভূত এবং ক্রমবর্ধমান ঘরোয়া ও আগত ভ্রমণ, ভ্যাকেশন ওনারশিপ এবং হসপিটালিটি খাতের সম্ভাবনার সম্মিলিত সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

একত্রীকরণের পর স্টারলিং হলিডে রিসর্টস-এর কার্যক্রম স্বাধীন বোর্ডের অধীনে রমেশ রমনাথনের নেতৃত্বে চালু থাকবে।

ইকুইটি বিনিয়োগ এবং একত্রীকরণ অনুপাতের ভিত্তিতে, উভয় কোম্পানির সম্মিলিত মূল্য প্রায় ₹৩,০০০ কোটি (তিন হাজার কোটি টাকা)।"

মুম্বাই, ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪

থমাস কুক (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (টিসিআইএল) – ভারতের শীর্ষস্থানীয় সমন্বিত ভ্রমণ ও ভ্রমণ-সম্পর্কিত আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ২৭ বছর পুরনো ভ্যাকেশন ওনারশিপ অগ্রদূত স্টারলিং হলিডে রিসর্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড আজ দুই সংস্থার মধ্যে একত্রীকরণের ঘোষণা করেছে। এই লেনদেনটি ২০১৪ সালের চতুর্থ প্রান্তিকের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা প্রচলিত সমাপ্তি শর্তাবলি এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। এই অংশীদারিত্বমূলক ইকুইটি ও একত্রীকরণ চুক্তিটি প্রায় ₹৮৭০ কোটি টাকা মূল্যের বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং এটি একটি বহু-ধাপীয় প্রক্রিয়া হিসাবে গঠিত:

টিসিআইএল গোষ্ঠী স্টারলিং-এ প্রায় ₹১৯০ কোটি টাকার বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রায় ২৩.২৪ শতাংশ ইকুইটি অংশের জন্য প্রেফারেনশিয়াল বরাদ্দে অংশগ্রহণ করবে। টিসিআইএল গোষ্ঠী স্টারলিং-এর শেয়ারহোল্ডারদের থেকে ₹২০৭ কোটি টাকায় ২৩.৬৩ শতাংশ অংশীদারিত্ব ক্রয় করবে। টিসিআইএল গোষ্ঠী স্টারলিং-এ ২৬ শতাংশ পর্যন্ত অংশীদারিত্ব অধিগ্রহণের জন্য ₹২৩০ কোটি টাকায় একটি বাধ্যতামূলক ওপেন অফার প্রদান করবে। টিসিআইএল গোষ্ঠী শেয়ারহোল্ডারদের থেকে অতিরিক্ত ৭.২২ শতাংশ অংশীদারিত্ব ₹৬৩ কোটি টাকায় কেনার একটি বিকল্প অধিকার রাখে। একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় স্টারলিং-এর শেয়ারহোল্ডারদের টিসিআইএল-এর শেয়ার নির্দিষ্ট বিনিময় অনুপাতে বা ১২০:১০০ অনুপাতে প্রদান করা হবে। এই একত্রীকরণ উভয় সংস্থার জন্য উল্লেখযোগ্য সমন্বয়মূলক সুবিধা নিয়ে আসে – থমাস কুক ইন্ডিয়া এখন স্টারলিং রিসর্টস-এর সারা ভারতের ১৬টি ছুটির গন্তব্যস্থলে অবস্থিত ১৯টি রিসর্টের নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার পাবে। সংস্থাটির আরও ১৫টি অতিরিক্ত স্থানে আগামী বছরগুলিতে নতুন রিসর্ট স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে। স্টারলিং-এর রিসর্ট কনডোমিনিয়ামস ইন্টারন্যাশনাল (আরসিআই)-এর সঙ্গে সংযুক্তি – যা বিশ্বব্যাপী ছুটির বিনিময় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ – এর ফলে এর সদস্যরা সারা বিশ্বের ৪০০০-এরও বেশি আরসিআই অনুমোদিত রিসর্টে ছুটি কাটাতে সক্ষম হবেন।

২৫) ০৭.০২.২০১৪ তারিখে টিসিআইএল-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরস কর্তৃক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। শেয়ার সাবস্ক্রিপশন চুক্তি ইত্যাদি এবং অনুরূপ প্রস্তাবসমূহ টিসিআইএসআইএল এবং এসএইচআরআইএল-এর পক্ষ থেকেও গৃহীত হয়।

২৬) এটি স্পষ্ট যে, ১৪.০২.২০১৪ তারিখে ধারা ৬(২)-এর অধীনে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে একত্রীকরণ এবং সংযুক্তিকরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিযোগ্য লেনদেনসমূহ উল্লেখ করা হয়।

এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, নোটিফাইবল লেনদেনের পরিপ্রেক্ষিতে পক্ষগুলি আরও কিছু লেনদেনের কথাও বিবেচনা করেছে, সেগুলি ছিল ইক্যুইটি শেয়ারের সাবস্ক্রিপশন, এসপিএ, ওপেন অফার এবং বাজার ক্রয়। উপরে বর্ণিত আবেদন থেকে স্পষ্ট যে, এই সমস্ত লেনদেন একই লেনদেনের অংশ ছিল এবং বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়ের লেনদেন ১৪.০২.২০১৪ তারিখে কমিশনে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার আগেই, ১০.০২.২০১৪ থেকে ১২.০২.২০১৪ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এটি স্পষ্ট যে, বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়, যা যৌগিক সংযুক্তিকরণের অংশ, কমিশনে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের আগে সম্পন্ন হয়েছিল। ০৭.০২.২০১৪ তারিখের যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেয়ার হস্তান্তর চুক্তি (এসপিএ) একটি ওপেন অফার হিসেবে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর বোর্ড অফ ডিরেক্টরস একই দিনে বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়ের অনুমোদন দেয়। উল্লিখিত সমস্ত লেনদেন স্বতঃসিদ্ধভাবে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত এবং আন্তঃনির্ভরশীল এবং একটি যৌক্তিক ব্যবসায়িক লেনদেনের অংশ।

২৭) যদিও বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়ের কোনো উল্লেখ এমসিএ, এসএ, এসপিএ বা প্রকল্পে নেই, তথাপি মামলার প্রেক্ষাপট এবং পরিস্থিতি বিবেচনায়, যেহেতু স্কিম একই দিনে প্রস্তুত হয় এবং তিনটি কোম্পানি একই দিনে প্রস্তাব গৃহীত করে, অন্যান্য সমস্ত অধিগ্রহণও একই দিনে সম্পন্ন হয়। বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় ১০.০২.২০১৪ থেকে ১২.০২.২০১৪ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ায়, যা যৌগিক সংযুক্তিকরণ চূড়ান্তকরণের প্রায় পরবর্তী সময়, এটি স্পষ্ট করে যে, বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় স্কিম এবং অন্যান্য অধিগ্রহণ ছাড়া সংঘটিত হতো না। যদি এগুলো একই স্কিমের অংশ না হতো, তবে তারা ১৪.০২.২০১৪ তারিখে কমিশনে দাখিল করা বিজ্ঞপ্তিে উল্লেখ করত না। অতএব, আমাদের বিবেচনায় বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় স্বতন্ত্র নয় এবং তা স্কিম ও অন্যান্য অধিগ্রহণের সাথে অন্তর্নিহিতভাবে সম্পর্কিত।

২৮) অব্যাহতির বিষয়টিতে আসলে, বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় সংযুক্তিকরণ হিসেবে বিবেচিত হয় না, কারণ লক্ষ্য-ভিত্তিক অব্যাহতি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কোনো প্রতিষ্ঠান যদি ভারতের মধ্যে ২৫০ কোটি টাকা বা তার কম সম্পদের মালিক হয় অথবা ভারতের মধ্যে ৭৫০ কোটি টাকা বা তার কম টার্নওভার থাকে, তবে সেটি সংযুক্তিকরণ থেকে অব্যাহতি পায়। যখন একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে একটি সংযুক্তিকরণ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা থাকে, তখন কমিশনকে সমস্ত লেনদেন বিবেচনা করতে হবে, কেবল পৃথক কোনো লেনদেন নয়। পক্ষগুলোর জন্য তাদের লেনদেন নির্দিষ্টভাবে গঠন করার সুযোগ থাকলেও, লেনদেনের সারমর্ম প্রতিযোগিতার উপর প্রভাব মূল্যায়নে অধিক প্রাসঙ্গিক হবে, তা এক বা একাধিক ধাপে সম্পন্ন হোক না কেন। লেনদেনের এমন কাঠামো গ্রহণ করা যায় না যা আইনের বাধ্যতামূলক বিধান পালনে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

আইনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য এটি বিবেচনা করা উন্মুক্ত যে নির্দিষ্ট পদক্ষেপটি কি স্বতন্ত্র লেনদেন ছিল না পুরো লেনদেনের অংশ। মামলার প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি থেকে এটি স্পষ্ট ছিল যে, টিসিআইএসআইএল কোনো একটি লেনদেন ব্যতীত বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় করত না। অতএব, বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়কে স্বাধীন লেনদেন হিসেবে গণ্য করা যায় না।

২৯) সম্মিলিত নিয়ন্ত্রণের প্রবিধান ৯(৪) এর প্রভাব সম্পর্কে দাখিলের প্রসঙ্গে। এটা স্পষ্ট যে প্রবিধান ৯(৪) এর অধীনে পরস্পর সংযুক্ত বা একে অপরের উপর নির্ভরশীল ধারাবাহিক পদক্ষেপের মাধ্যমে অর্জিত লেনদেনের চূড়ান্ত অভিপ্রেত প্রভাব বিবেচনা করার ক্ষমতা রয়েছে, এটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে এবং পক্ষগুলি একটি সমন্বয়ের জন্য একটি একক বিজ্ঞপ্তি দাখিল করতে পারে। এই বিধিমালা অনুমান করে যে একটি ব্যবসায়িক লেনদেন আন্তঃসংযুক্ত বা আন্তঃনির্ভরশীল ধাপ/লেনদেনের সমন্বয়ে সম্পন্ন হতে পারে। একক বিজ্ঞপ্তি দাখিলের সুযোগ মানে লেনদেনের নির্দিষ্ট কৌশলগত উপায় নির্ধারণ বিধিমালার আওতায় নয়, বরং তা মামলার সত্য ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় স্বাধীন ছিল না, তাই তা অব্যাহতির জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যাবে না।

৩০) বিধিমালা ৯(৪)-এর বিধান পরিষ্কারভাবে স্বীকার করে যে, ব্যবসায়িক লেনদেন আন্তঃসংযুক্ত বা আন্তঃনির্ভরশীল ধাপের সমষ্টি হতে পারে। যৌগিক সংযুক্তিকরণের দুটি ভিন্ন ধাপকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা আইনের ভাবনা ও বিধানের পরিপন্থী। বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় স্বাধীন ছিল না এবং কোনো অব্যাহতির জন্য তা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা যাবে না। বিধিমালা ৯(৪) এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যে, কমিশনে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের আগে যৌগিক সংযুক্তিকরণ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এটি আইনের উদ্দেশ্য, বিশেষত ধারা ৫ ও ৬-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে।

৩১) চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের পরীক্ষাটি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় ওই প্রস্তুতকৃত স্কিমের আওতায় ছিল। সুতরাং, পরবর্তীতে আইন পরিবর্তন হলেও লেনদেনের সারমর্ম বিবেচনায় এনে তা উত্তরদাতাদের জন্য সহায়ক হয়নি। বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় একই সংযুক্তিকরণ লেনদেনের অংশ ছিল।

৩২) শেষ পর্যন্ত, উত্তরদাতার বিরুদ্ধে কোনও অসাধু উদ্দেশ্য নেই বলে দাবি করা হয়েছিল, তাই জরিমানা আরোপ করা যেত না।

আমরা উক্ত যুক্তি গ্রহণ করতে সক্ষম নই। ফৌজদারি এবং আধা-ফৌজদারি দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে পুরুষের যুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। ধারা ৪৩ক এর অধীনে শাস্তি আরোপের ক্ষেত্রে, দেওয়ানি আইনের বিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটি অসদাচরণমূলক নাও হতে পারে, এর লঙ্ঘনের জন্য কেবল শাস্তি আরোপ করা হয়। জরিমানা আরোপ করা অনুমোদিত ছিল এবং তা যথাযথভাবেই আরোপ করা হয়েছিল। জরিমানা আরোপের জন্য ধারা ৪৩ক-এর অধীনে পুরুষদের যুক্তি বা ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। আইনের ধারা ৪৩ক-তে জরিমানা আরোপের উদ্দেশ্যে "ব্যর্থতা ইচ্ছাকৃত বা অসদাচরণের কারণে হতে হবে" এই অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা হয়নি। বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য এবং লঙ্ঘনের প্রকৃতি বিবেচনা করে, জরিমানা আরোপের সুযোগ রয়েছে।

হিন্দুস্তান স্টিল লিমিটেড বনাম ওড়িশা রাজ্য (এআইআর ১৯৭০ এসসি ২৫৩) মামলায় নাগরিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আরোপের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছে:

"আমাদের মতে, মেন্স রেয়া নাগরিক আইন লঙ্ঘনের অপরিহার্য উপাদান নয়। আইন অনুযায়ী বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘিত হলে জরিমানা আরোপ হয়, এবং সেই লঙ্ঘনের উদ্দেশ্য বা দোষের মানসিক অবস্থা অপ্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ, কোনো নাগরিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন হলে তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানা আরোপ হবে, তা ব্যক্তির দোষসঙ্গত উদ্দেশ্য থাকা বা না থাকা নির্বিশেষে। যদি আইন স্পষ্টভাবে মেন্স রেয়ার প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ না করে, তবে শুধু আইন লঙ্ঘনের ঘটনা প্রমাণ করলেই যথেষ্ট। জরিমানার মাত্রাই বিধান অনুযায়ী বিবেচিত হবে।

আমাদের মতামত হলো, আইন এবং বিধিমালা অনুযায়ী বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘিত হলে জরিমানা আরোপযোগ্য এবং লঙ্ঘনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক নয়।

আমরা আরও স্থির করি, যদি আইন মেন্স রেয়ার প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা না নির্দেশ করে, তাহলে সেই লঙ্ঘন ইচ্ছাকৃত ছিল কি না তা যাচাই করা প্রয়োজন হয় না।"

ধারা ১৫(ঘ)(খ) এবং ধারা ১৫-ঙ-এর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এই বিধানগুলোর অধীনে জরিমানা আরোপের পূর্বে মেন্স রেয়া প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই। অতএব, একবার লঙ্ঘন প্রতিষ্ঠিত হলেই জরিমানা আরোপ করা হবে।

৩৩) ধারা ৪৩ক-এর অধীনে জরিমানা আরোপ নাগরিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য, এবং এই প্রক্রিয়াগুলো ফৌজদারি বা কোয়াসি-ফৌজদারি নয়; তাই জরিমানা অবশ্যই আরোপ করতে হবে। ধারা ৪৩ক-র অধীনে একমাত্র বিবেচনার বিষয় হলো জরিমানার পরিমাণ।

৩৪) আমরা দেখতে পাই যে মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ন্যায্য ও যথাযথ এবং আইন অনুসারে ছিল, যা ট্রাইব্যুনাল ভুল ভিত্তিতে বাতিল করে দিয়েছে। সুতরাং, ট্রাইব্যুনালের আদেশ আইনত টেকসই বলা যায় না।

৩৫) মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং বিধান লঙ্ঘন হয়েছে বলে কমিশন এক কোটি টাকার নামমাত্র জরিমানা আরোপ করেছে। অতএব, তাৎক্ষণিক মামলায় আরোপিত নামমাত্র জরিমানার উপর হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ আমরা খুঁজে পাই না।

৩৬) ফলস্বরূপ, কমিশন কর্তৃক দায়ের করা আপিল মঞ্জুর করা হয়েছে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করা হয়েছে এবং কমিশন কর্তৃক এক কোটি টাকা জরিমানা আরোপের আদেশ এতদ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। কোনও খরচ নেই।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি **আপিল অনুমোদিত।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal